দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

020

বাংলাদেশ ... তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন ... কেন্দ্র

ইসলামী শিক্ষা পরিকল্পনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

সৈয়দ আলী আশরাফ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশে সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে রাজি না হন তাহলে সেদেশে শিক্ষার ইসলামীকরণ অসম্ভব। শিক্ষা পরিকল্পনা এক ব্যয়সাপেক্ষ বিনিয়োগ। অথচ এর উপরই নির্ভর করছে সংস্কৃতি, সভ্যতা, অগ্রগতি, সত্যিকার মানবীয় উন্নয়ন এবং জনগণের পার্থিব উন্নতি। শিক্ষা মানুষের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করে; এতে বুদ্ধিমত্তা তীক্ষ্ণ হয়, এতে বাড়ে উদ্যম আর কর্মক্ষমতা। শিক্ষিত লোকেরাই অনেক কিছুর খবর রাখে এবং তাদের মধ্যেই আরো জানার স্পৃহা জাগ্রত হয়। শিক্ষিত লোকেরাই দক্ষ হয়। নিজ নিজ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সারবস্তু অনুভব করে তারাই; শিক্ষিতরা তাদের অস্তিত্বের উপর হামলার উৎস অনুধাবন করে এবং আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে পারে। শুধু শিক্ষিতরাই আত্মরক্ষা করতে এবং জয়লাভ করতে পারে এবং শরিয়ত ও মারেফাতের মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে পারে শিক্ষিতরাই। সঠিক শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমেই কোনো জাতি তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে, বাইরের চ্যালেঞ্জ ও বিরুদ্ধবাদী শক্তির মোকাবিলা করতে পারে এবং জনগণের সুষম অগ্রগতির ব্যাপারে এক নতুন দিক-নির্দেশনা গড়ে তোলে। সেজন্যেই সংশ্লিষ্ট জাতি বা দেশটি খাঁটি অর্থে জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন; সেই কারণেই সে শিক্ষা খাতে সত্যিকার অর্থে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ায়।

আমরা মুসলিম দেশগুলোর জনগণ এ যাবত এ কাজটিতে ব্যর্থ হয়েছি। পাশ্চাত্য জগতের বাহ্যিক চাকচিক্য দ্রুত একটি প্রতিযোগী শক্তিতে পরিণত হবার আকর্ষণ, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন আমলাদের অহমিকাবোধ এবং জাতীয় সুনাম অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে; আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি; অথচ এই ধৈর্য আমাদের বড় প্রয়োজন। শুধু তা-ই নয় প্রকৃত জ্ঞানের পথের প্রতি আমরা অবহেলা প্রদর্শন করছি। অথচ মুসলিম জাতির হাতে আছে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ এবং তার সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। আর এগুলো থেকেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আমরা ভুলে যাই যে, সব সভ্যতারই নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা তার ধর্মীয় মর্মমূল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, স্বাধীনতার নামে এই সভ্যতা নির্দেশনাহীনতা সৃষ্টি করেছে; লক্ষ্যহীন মহাদানবের মত এটি যেন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। আমরা যারা মুসলমান— আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের পশ্চাৎমুখিতা, পৃথিবীর বুকে আমাদের নেতৃত্বের অবসান— এগুলো সবই ঘটেছে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পাপ-পঙ্কিলতার কারণে; আমরা ইচ্ছা করেই আমাদের আত্মিক অগ্রগতি বা মারেফাতের অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে এসেছি; আমরা অনুরূপভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতিকে উপেক্ষা করছি; আমরা সাময়িক ভোগ-লালসায় আমরা মত্ত হয়ে গেছি; এই লালসা আমাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে; এতে করে আমাদের ইলম বা জ্ঞানের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সেজন্যেই আমরা শরিয়তকে একটা কঠোর দুর্গম শক্ত বাহ্যিক আইনে পরিণত করে ফেলেছি; শরিয়তের সারবস্তু অনুধাবনের ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

আল্লাহ মানুষকে একটা সীমার মধ্যে পূর্ণ [illegible] প্রদান করেছেন এ কথাটি [illegible] ভুলে [illegible] এবং রসূল করিম (দঃ)-এর সুন্নাহর মধ্যে এই সীমা নির্দেশিত আছে; অথচ এ ব্যাপারটা আমরা একুট গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখছি না।

আমরা তথাকথিত আধুনিকতা আর অগ্রগতির পাঁকে মারাত্মকভাবে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছি; অথচ আমরা বুঝতে পারছি এর মধ্যে মানবজাতির ধ্বংস আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা নিহিত। এই ধ্বংস আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উৎসকে যেন মানুষ ইচ্ছে করেই লালন করছে; পশ্চিমা সভ্যতার দুনিয়াবি রূপের কেনা গোলামে পরিণত হয়ে গেছে যেন মানুষ; আর আমরা মুসলমানরা পশ্চিমা সাহায্য আর বিশেষজ্ঞ সার্ভিস গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের বিবেককে এই তথাকথিত পশ্চিমা সভ্যতার কাছেই বিক্রি করে দিচ্ছি। মুসলিম সরকারগুলোকে জাগ্রত হতে হবে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিনগুলোর দিকে তাকাতে হবে। মহানবী (দঃ)-এর আগে গ্রীক ও ইরানী সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করেছিল; আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের মধ্য দিয়ে গ্রীক কৃষ্টি ও তমদ্দুন তখনকার ভারতের গভীরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু মহানবী (দঃ) যখন নতুন সভ্যতা আর কৃষ্টি-তমদ্দুন বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন এবং দিগ্বিজয়ী শক্তির সঞ্চার করলেন তখন তাঁকে আগেকার এসব সভ্যতা আর কৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হয়নি; বাহ্যিক শক্তিতে পরিবর্তন আনতে হয়নি; বরঞ্চ এই নতুন সভ্যতা আর তমদ্দুনের যিনি অনুসারী তিনি আপনা থেকেই এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর বুদ্ধিমত্তা থেকে উদ্ভূত, সৃষ্ট এবং সহজাত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা অনুসারে এই নতুন সভ্যতা ও তমদ্দুনের অনুসরণ করে থাকেন। যন্ত্রপাতির চেয়ে ধ্যান-ধারণা অনেক বেশী শক্তিশালী। আর সব ধ্যান-ধারণার চেয়ে আত্মার ধ্যানধারণাই সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী ও সর্বজনগৃহীত। আত্মা আমাদেরকে সার্বিকতার ধ্যান-ধারণা দিয়ে থাকে। ইসলাম আমাদেরকে একটা সর্বাঙ্গীণ মানুষ সম্পর্কে সংবাদ দেয়; তাতেই আমরা পাই সামগ্রিক বিশ্ব সংবাদ; আরো পাই এই বিশ্বচরাচরে জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ সংবাদ; ইহ জগতের পর পারলৌকিক সংবাদ আর আল্লাহর সামনে মানুষের জবাবদিহি করার সংবাদ আমাদের ধারণায় আপনা থেকেই এসে যায়।

এই বিশ্বচরাচর সম্পর্কে যদি আমাদের একটি সার্বিক ধারণা না থাকে এবং এ সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় যদি আমাদের মানসপটে আঁকা না থাকে তাহলে আমরা কখনই সাফল্য লাভ করতে পারব না। আপোষ করে কোনো ফায়দা নেই; সব আপোষই দূষণীয়; আসলে প্রয়োজন হচ্ছে সাহসের আর ঈমানের। আমরা সামনে আগুয়ান হয়ে যদি হোঁচট খাই তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের ঈমানে দুর্বলতা আছে। শিক্ষা পরিকল্পনাকে তাই সমগ্র মুসলিম সমাজের সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য কর্তৃক শিক্ষা পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না; বরং ব্যাপারটা হতে হবে তার বিপরীত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিপরীত ব্যাপারই ঘটে চলেছে।

সেজন্যেই মুসলিম দেশগুলোতে মারেফাতের তথা আত্মিক শক্তির বড় অভাব [illegible] তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং [illegible] মানবীয় [illegible] যেন [illegible]; [illegible] তারা যেন অধিক থেকে অধিকতরভাবে দুনিয়াদার হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যেই শিক্ষা পরিকল্পনায় বাস্তবতার ধ্যান-ধারণার সার্বিক পরিস্থিতির সমন্বয় ঘটাতে হবে; সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রূপ কি হবে তার একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাপক ধারণা এই পরিকল্পনায় থাকতে হবে; সমসাময়িক সমস্যাসঙ্কুল সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক বিশ্বে সমাজের সত্যিকার রূপ কি হওয়া উচিত ছিল তা অনুধাবনের ব্যবস্থা এতে থাকতে হবে। কি সমস্যা মানুষের রয়েছে আর কি সমস্যায় তারা পড়তে পারে তার একটা বিশদ ধারণা এতে থাকবে। সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ যদি তাদের দেশকে খাঁটি ইসলামী আদর্শে রূপায়িত করতে চায় তাহলে এসব বিষয় অপরিহার্য। আর তখনই কেবল তারা সুপারিশ করতে পারে— কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে তাদের দেশ আল্লাহর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্থাৎ খলিফাতুল্লাহর লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে উঠার জন্য কোনো মুসলিম দেশকে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হবে সেগুলোর সুপারিশ সম্বলিত শিক্ষা পরিকল্পনা অপরিহার্য। বর্তমানে এ সংক্রান্ত পরিকল্পনারাজি বিচ্ছিন্ন আকারে প্রণীত। মুসলিম সমাজের উপর অর্থনৈতিক, শিল্পগত কিংবা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কি প্রভাব হতে পারে তার সার্বিক রূপরেখা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় না। প্রশাসনের প্রতিটি সেকশন আলাদা আলাদা পরিকল্পনা পেশ করে থাকে; সত্যিকার কোনো সমন্বয়কারী সেখানে থাকে না। শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের পশ্চিমা জগত সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি সভ্যতার ত্রুটি আর শুভ দিক সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। একই সাথে তাঁদেরকে ইসলামী জীবনধারার আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিগত আর পরিসরগত পরিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শুধু এ ধরনের লোকই সমাজের সংস্কার সাধন করতে পারবে। কোনো মুসলিম দেশ যতক্ষণ এ ধরনের কোনো সংস্কারক না পায় এবং তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান না করে এবং যতক্ষণ কর্তৃপক্ষ ইসলামী কাঠামোর আঙ্গিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সংহত আর সংস্কার করে নিতে প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ সেদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচলন কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। অতএব, সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কিংবা আইনগত পরিকল্পনারাজির সাথে শিক্ষা পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হতে হবে। নিখুঁত একজন মুসলমান তৈরী করার শিক্ষা পরিকল্পনা যেমন তৈরী করা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধাঁচের সুদ জড়িত সমাজের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পেরেশান হয়ে উঠা সঙ্গত নয়। যে কোনো ধরনের মূল্যবোধ বিচারের বিষয়টি অর্থনৈতিক যুক্তিতর্কের সব অঙ্গনের ভিত্তিতেই নিহিত। আর শিক্ষাই মানুষকে আদর্শগত মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে; এই মূল্যবোধকে অর্থনীতির ইতিবাচক দিকসমূহের উপর অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে যাতে ইসলামী অর্থনীতি যে কোন মুসলিম দেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে। [illegible]ভাবে কোনো দেশে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর পার্থিব অগ্রগতির [illegible] করে এবং মানুষের মানসিকতা ও নৈতিকতার উপর [illegible] [illegible] না করে কেউ [illegible] [illegible] করতে পারে না।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী ধ্যান-ধারণা নিয়ে মাতামাতি করছি এবং এমন সব বিজ্ঞানী তৈরী করছি যারা জীবনের আদর্শগত মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রথমে চিন্তা করছে না। শিক্ষাগত পরিকল্পনায় অবশ্যই সমাজের সার্বিক ধ্যান-ধারণা এবং এর ভবিষ্যত উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে যে কোনো মুসলিম দেশে কার্যকর করার জন্য ইসলামী অর্থনীতির মতোই ইসলামী বিজ্ঞানও শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

এখন প্রশ্ন জাগেঃ বর্তমান অবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর মুসলিম সরকারবর্গ এ ধরনের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে দিচ্ছেন না; এতে করে বেসরকারী সংস্থাসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গের পদক্ষেপসমূহ কতটা কল্যাণকর হতে পারে। উত্তর হচ্ছেঃ হাঁ, কল্যাণকর হতে পারে। শিক্ষা সম্মেলনসমূহে সমগ্র বিশ্ব থেকে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা সমবেত হন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি মক্কায় বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্র ইসলামী পণ্ডিতবর্গকে একত্র করতে শুরু করেন। কিন্তু উক্ত কেন্দ্রের অস্তিত্ব আর নেই; তাই ক্যাম্ব্রিজ ইসলামিক একাডেমি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ইসলামিক আদর্শ ইনস্টিটিউটে এখন কাজ চলছে। ইসলামী শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিতবর্গকে এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জড়ো করছে। দ্বিতীয়তঃ এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও বিভিন্ন জ্ঞান শাখা সংক্রান্ত নীতি, তত্ত্ব আর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবাধ মত প্রকাশ এবং আলাপ-আলোচনার জন্য একটি ফোরাম গঠন করেছেন। ইসলামিক একাডেমির প্রকাশিত মুসলিম এডুকেশন কোয়ার্টারলি এবং মার্কিন ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামিক সোশ্যাল সায়েন্স জার্নাল দুটো এ ক্ষেত্রে এখন প্রতিষ্ঠিত মানসম্মত সাময়িকী; এগুলো এখন সারা বিশ্বে যায়, মুসলিম পণ্ডিতবর্গ এবং অমুসলিম পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য মূল্যবান অবলম্বন হচ্ছে এদুটো।

তৃতীয়তঃ এ দু'টি সংস্থা পরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে মৌলিক তাত্ত্বিক কর্মসম্পাদন ত্বরান্বিত করছে। মার্কিন ইনস্টিটিউটটি শহীদ ডঃ ইসমাইল আল ফারুকীর "জ্ঞানের ইসলামীকরণ" পরিকল্পনা হাতে নেয়ার কাজে এখন নিয়োজিত। ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ডঃ ফারুকী এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ইসলামিক একাডেমি প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রণীত মৌলিক ইসলামী ধ্যান-ধারণা সংগ্রহ করেছেন। প্রফেসর এ. মান্নানের 'ইসলামিক অর্থনীতিঃ তত্ত্বকথা ও বাস্তবতা' গ্রন্থটির সংশোধিত সংস্করণ ইতিমধ্যেই বের করেছেন। ডঃ হোসাইন নাসেরের ইসলামিক দর্শনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থটি শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য শাখা অনুরূপ গ্রন্থ-পরিকল্পনা করেছেন এবং তাদের গ্রন্থও সম্পূর্ণ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। পশ্চিমের বিজ্ঞজনরাই খ্রীস্টান বিশ্বমতকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং তারাই ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বমত সৃষ্টি করেছে। তাই মুসলিম সুধীজনের কর্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমী জগতের এসব অভিমতকে চ্যালেঞ্জ করে সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ন করা। তখনই কেবল ইসলামী শিক্ষার এই ধ্যান-ধারণায় আরো ফলোদয় হতে পারে এবং [illegible] ধ্যান-ধারণার আরো ব্যাপক প্রসার [illegible] [illegible] আর [illegible] সংগঠনগুলো প্রতিটি [illegible] [illegible]